এটা কী ওটা কেন ?

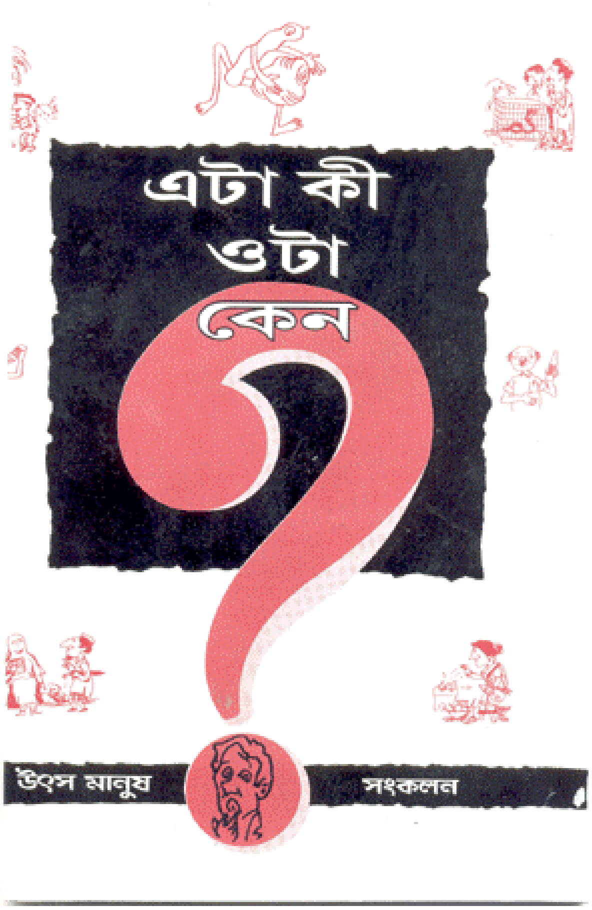

এটা কী ওটা কেন ?

এই সংস্করণ প্রসঙ্গে

মানবমনের প্রশ্নমনস্কতা, অদম্য কৌতূহল, আর উত্তর জানার অফুরন্ত ইচ্ছা জন্মক্ষণ থেকেই মস্তিষ্কে সজীব হয়ে থাকে । কী-কেন-কীভাবে প্রশ্নের অভ্যাসই একজন স্বাভাবিক বুদ্ধির মানুষকে তার অন্যতম মানুষী বৈশিষ্ট্য দান করে । সুস্থমনের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য চারপাশের ঘটনা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, আচরণ, ধ্যানধারণা, বিশ্বাসকে ক্রমাগত প্রশ্ন দিয়ে যাচাই করে নেওয়া দরকার, ভুল থেকে ঠিককে আলাদা করে চেনা দরকার, আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্রতি মুহূর্তে

মনকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো দরকার । অথচ বাস্তব জীবনে এই দরকারি কাজটা আর হয়ে ওঠে না । পাঠ্যবই-এর জ্ঞান বাস্তবের জিজ্ঞাসাকে অধিকাংশ সময়ই মেটাতে পারেনা । তাই অতি বড় পন্ডিতকেও দেখা যায় প্রথাগত বিশ্বাসকে আঁকড়ে আছেন ।

একেবারে জলজ্যান্ত চেনা চেনা ঘরোয়া প্রশ্নগুলোর সদুত্তরের অভাব মেটাতে উৎস মানুষের এই বই -- 'এটা কী, ওটা কেন ?' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রশ্নোত্তর' চয়ন করে এই সংকলন । উত্তর বিশেষজ্ঞদের, তাই নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই । ১৯৮৫ সালে 'এটা কী ওটা কেন' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । দ্রুত এর জনপ্রিয়তা বাড়তে দেখে একই ধারায় আমরা আরেকটি প্রশ্নোত্তরের সংকলন গ্রন্থ 'কী আর কেন' প্রকাশ করি ১৯৯৬ সালে ।

ইতিমধ্যে দুটি বই-ই ফুরিয়ে আসার মুখে । সমচরিত্রের বই 'এটা কী ওটা কেন', এবং 'কী আর কেন' এবারে এক বইয়ের মধ্যে আনা হয়েছে । বেশ কিছু প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ছিল, বাদ দেওয়া হয়েছে । সব কটি প্রশ্নের তথ্য, ব্যাখ্যা ও প্রকাশভঙ্গী নতুন করে পর্যালোচিত হয়েছে, প্রয়োজনে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে । স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, যা উৎস মানুষে প্রকাশ হয়নি, সংযোজিত হলো । দুটি বইয়ের যাবতীয় প্রশ্নোত্তর একত্র করে, তাদের পরিমার্জন, পরিবর্তন, প্রকাশভঙ্গীর সহজীকরণ -- এক মস্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কাজ । এই সময়সাপেক্ষ কঠিন কাজটি করেছেন উৎসমানুষের বন্ধু ও সাথী মিতা চৌধুরী । তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর প্রশ্ন আসে না । আর দূরের অদেখা বন্ধুদের, যাঁদের ক্রমাগত তাড়নায় এ নব-সংস্করণটি প্রকাশ করার তাগিদ পেয়েছি আমরা, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ; এবং বরাবরের মত এবারেও আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরালের সেই নীরব সুদক্ষ কর্মীদের কাছে, যাঁদের দরদী হাতে ছাপা আর বাঁধাই হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল এ বই ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ **উৎস মানুষ পরিচালকমন্ডলী**

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৮

এই বই-এ আলোচিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

অনসূয়া মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, আত্রেয়ী বসুরায়, আশিস কুন্ডু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, চঞ্চলা সমাজদার, চিত্ত সামন্ত, জয়ন্তভানু চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় সমাজদার, তাপস ভট্টাচার্য, দীপ্তরূপ কাহালী, ধূর্জটি সেনগুপ্ত, পাচু রায়, পীযুষকান্তি সরকার, প্রশান্ত সেন, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ সাহু, মানস মিত্র, মৈনাক মুখোপাধ্যায়, শত্রুজিৎ জানা, শ্যামল ভদ্র, সমীরকুমার বসু, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গোস্বামী, স্মরজিৎ জানা, শ্যামল চক্রবর্তী ।

সূচীপত্র

মহাবিশ্বে মহাকাশে
১। পৃথিবী ঘুরছে বুঝি না কেন ?
২। চাঁদের একপিঠই দেখা যায় কেন ?
৩। তারারা মিটমিট করে কেন ?

গাছগাছালির রকমসকম
৪। লজ্জাবতী লতা
৫। কলাপাতা কাটলে বীজ বাড়ে ?
৬। তালগাছের একাধিক মাথা
৭। নারকেল গাছের গোড়ায় লবণ
৮। নারকেল গাছে পেরেক
৯। গোলাপ-কান্ডে গোবর মাটি
১০। ডুমুরের ফুল
১১। মরূদ্যান কী ?

প্রকৃতির আইনকানুন
১২। বর্ষাকালে ছাতা
১৩। বেশি কুয়াশায় মুকুল ঝরে
১৪। শীতকালে মুখ থেকে ধোঁয়া
১৫। মেঘলা রাতে গুমোট
১৬। গাছ লাগালে বৃষ্টি
১৭। গরমে কলসীর জল ঠান্ডা
১৮। হাত পাখার ঠান্ডা হাওয়া
১৯। গরমে জানলায় খসখস
২০। নুন দিলে আঁচ বাড়ে
২১। স্বচ্ছ চুনজল ফুঁয়ে ঘোলা
২২। ডিমে তেল মাখানো
২৩। শীতে কুয়োর জল গরম
২৪। শীতে চিরুনিতে চটপট শব্দ
২৫। তাপে দুধ উথলায় কেন
২৬। জলে আগুন নেভে কেন
২৭। ফিলটার ক্যান্ডেলে জলশুদ্ধি
২৮। গরম জলে কাঁচের গ্লাস
২৯। প্রাচীন বস্তুর বয়স নির্ধারণ
৩০। জ্যোতিষ মেকি কেন
৩১। রোদে ব্যাটারি তাজা
৩২। শর্ট ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ

জীবজন্তুর দু-চার কথা
৩৩। চারা মাছের হাঁড়িতে চাপড়
৩৪। চিংড়ি আরশোলার রক্ত
৩৫। কুকুর বেড়ালের চোখ জ্বলা
৩৬। ঝিঁঝিঁর ডাক
৩৭। উটের কুঁজে জল

সমাজসংসার সংস্কার
৩৮। বোরখায় শরীর ঠান্ডা
৩৯। যজ্ঞে বায়ুমন্ডল বিশুদ্ধ
৪০। গুণিনের রুমাল না-পোড়া

শয়ন নিদ্রা স্বপন
৪১। বেশি রাতে ঘুমনো
৪২। দিনের বেলা ঘুমনো
৪৩। ঘুমিয়ে হাঁটা / নিশির ডাক
৪৪। ঘুমন্ত শিশুর হাসি
৪৫। স্বপ্নহীন নিদ্রা সুনিদ্রা ?

অথ সর্প কথা
৪৬। কার্বলিক-এ সাপ তাড়ানো
৪৭। সাপেদের তাপচক্ষু
৪৮। অ্যান্টিভেনিন সিরাম
৪৯। সাপকে সাপের কামড়
৫০। সাপের কম্পন অনুভূতি
৫১। র‍্যাটল সাপের ঝন্‌ঝন
৫২। লাউডগার সম্মোহন
৫৩। কালনাগিনীর বিষ
৫৪। কতটা সাপের বিষে ক্ষতি
৫৫। কাটা মুরগি বিষ টানে ?
৫৬। বক্ষ মূলে সাপ নিস্তেজ
৫৭। সাপুড়ের বিষপান
৫৮। নেশাখোরের বিষজয়
৫৯। গোসাপের বিষ

শরীর-স্বাস্থ্য খাবারদাবার

৬০। কোল্ড ড্রিংকসে অম্বল সারে ?
৬১। জ্বরঠুঁটো ও টক খাওয়া
৬২। জিওল মাছে বসন্ত
৬৩। তেলেভাজার পর জল
৬৪। মুসুর ডাল আমিষ
৬৫। ঢেঁকি ছাঁটা চালের উপকার
৬৬। হাঁস-মুরগির ডিম
৬৭। ওল ও তেঁতুল
৬৮। চুনো মাছের উপকার
৬৯। ঘামাচি ও পাউডার
৭০। খোসা সমেত সবজি
৭১। কাঁচা পেঁয়াজে শরীর ঠান্ডা
৭২। রক্ত বন্ধে বরফ
৭৩। শীতকালে রুক্ষতা
৭৪। মাছে মাথা চোখের জ্যোতি
৭৫। কম আলোয় পড়াশোনা
৭৬। পোড়া জায়গায় নুন
৭৭। দাঁত উঠলে পেট খারাপ
৭৮। শিশুর মাসিপিসি
৭৯। চা পানের ক্ষতি
৮০। শসার কষ
৮১। খেজুরের কাঁটা
৮২। শিয়ালকাঁটা ও খোসপাঁচড়া
৮৩। ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি
৮৪। সাইনুসাইটিস
৮৫। অর্শ ও চিকিৎসা
৮৬। চিকেন পক্স
৮৭। কুকুরের কামড়
৮৮। জ্বরে ভাত ও স্নান
৮৯। ধুলো বালিতে সর্দি
৯০। সর্দির ভাইরাস
৯১। ডাবের জলে পেট ঠান্ডা
৯২। অ্যানিমিয়াতে থোড়-কাঁচকলা
৯৩। পেপটিক আলসার
৯৪। বদহজমে সোডা
৯৫। জলবসন্ত ও নিমপাতা
৯৬। মাথা ধরা
৯৭। ছুলি ছোঁয়াচে ?
৯৮। অসুখে অরুচি
৯৯। দুঃখে চোখে জল
১০০। তেলে খুশকি
১০১। হাঁপানি কি বংশগত ?
১০২। সিজার-বাচ্চার বুদ্ধি
১০৩। মাসিক থেকে রোগ
১০৪। স্বপ্নদোষ ও হস্তমৈথুন
১০৫। পেটে বাচ্চার মৃত্যু

দেহ নিয়ে ভাবনা

১০৬। বুড়ো আঙুলের ছাপ
১০৭। ভোটের কালি
১০৮। গায়ের রঙে পার্থক্য
১০৯। মৃত্যুর পর দেহ ঠান্ডা
১১০। মরা মানুষ ভাসে কেন
১১১। প্রসবের পর হলুদ দুধ
১১২। নারী-পুরুষের লিঙ্গান্তর
১১৩। উভয়লিঙ্গ শুধু মানুষে
১১৪। পুরুষের শক্তি বেশি
১১৫। শরীরে পিত্ত থলির ভূমিকা